ভন্ড মুক্তিযুদ্ধপ্রেমীদের মুখোশ উন্মোচন

মুশতারী শফী

যুদ্ধের মাস এলেই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশনার হিড়িক পড়ে যায়। কিন্তু কয়টি গ্রন্থে তুলে ধরা হয় জাতির সঠিক ইতিহাস। ভন্ড মুক্তিযুদ্ধপ্রেমীদের মুখোশ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছে এই গ্রন্থটিতে...

লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

তিনি নিজে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। তার বাসাতেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রাথমিক পরিকল্পনা করা হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হওয়ার অপরাধে পাকিস্তানি বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করেছে তার স্বামী আর ছোট ভাইকে। '৭১-র রক্তক্ষয়ী সেই দিনগুলোতে শিশু-সন্তানদের নিয়ে বিপদসংকুল সীমান্ত পারি দিয়ে ত্রিপুরা হয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কার্যক্রমে। স্বাধীনতার ৩০ বছর পর শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ডাকে একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে এবং গোলাম আযমসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে রাজপথে নেমেছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে। কিন্তু জাহানারা ইমামের মৃত্যুর পর আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার জন্য কাজ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশের তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে তা করতে দেননি। করেননি সহযোগিতা। বরং অপমান করে সরিয়ে দিয়েছেন আন্দোলন থেকে। সেই সঙ্গে অপমৃত্যু ঘটেছে রাজাকার-যুদ্ধাপরাধবিরোধী গণআন্দোলনটির। আর এই একাত্তরের ঘাতক-দালাল বিরোধী সামাজিক আন্দোলনটির অপমৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও নেপথ্য হোতাদের পরিচয় জাতির সামনে তুলে ধরতে শেষ পর্যন্ত কলম তুলে নিলেন তিনি। সেই প্রয়াসেরই ফসল বেগম মুশতারী শফীর গ্রন্থ 'চিঠি : জাহানারা ইমামকে (একটি অসমাপ্ত সামাজিক আন্দোলন)।'

চট্টগ্রামে মুশতারী লজে মুশতারী শফী ও জাহানারা ইমাম

'৭১-র মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজের দিনলিপি অবলম্বনে মুশতারী শফী এর আগে রচনা করেছিলেন 'স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন' যা মুক্তিযুদ্ধের ওপর রচিত অসামান্য একটি দলিল গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থটিতে মুক্তিযুদ্ধে একজন সংগ্রামী নারীর অসামান্য ত্যাগের চিত্র যেমন আছে, তেমনি আছে সমসাময়িক আরো অনেকেরেই মুক্তি সংগ্রামে ত্যাগ ও অবদানের বিবরণ। চট্টগ্রামের এনায়েত বাজারে যাঁর বাসভবন মুশতারী লজইতো ছিলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের mwZKvMvi। স্বামী ডা. শফী ও ছোট ভাই এহসানকে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে প্রাণ হারানো থেকে আরম্ভ করে অনেক মৃত্যু ও ত্যাগ তিনি দেখেছেন স্বচক্ষে। স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিনে সেই সময় মূর্ত হয়ে উঠেছে। আর এবারের 'চিঠি : জাহানারা ইমামকে' গ্রন্থটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে ঘাতক-দালাল নির্মূলকরণ গণআন্দোলনের অজানা ইতিহাস উঠে এসেছে, উঠে এসেছে ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে এই আন্দোলন সংগঠিত করার ইতিহাস; আর সর্বশেষে যারা এ আন্দোলনকে পুঁজি করে ব্যবসা করতে চেয়েছে, রাজনীতির স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছে, তাদের সেই সব অপকর্মের কথা।

শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে উদ্দেশ্য করে প্রতীকী চিঠির মাধ্যমে রচিত বইটির পাতায় পাতায় রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার গভীর প্রত্যয়। জায়গায় জায়গায় মুশতারী শফীর লেখনী আবেগ্লাপুত হয়ে পড়লেও তাতে তথ্যের কোনো অসম্পূর্ণতা ঘটেনি, ঘটেনি সত্যের অপলাপ। বরং অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তিনি লিখেছেন তার সামনে ঘটে যাওয়া ১৯৯২-৯৬ সময়কালে বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলায় প্রথম থেকেই জাহানারা ইমামকে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করতে হয়েছে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে। চট্টগ্রামে ঘাদানিকের সাংগঠনিক কার্যক্রম গড়ে তুলতে ও এগিয়ে নিতে মুশতারী শফীকেও এরকম পরিস্থিতি বাবরার মোকাবিলা করতে হয়েছে। কার্যক্রম চালিয়ে নিতে অর্থ সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রামের ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে কখনো বা হতে হয়েছে অপমানিত। "আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসছি, আখতারুজ্জামান বাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'তাই বলে কারও বাড়িতে অত রাতে চাঁদার জন্য গিয়ে হাজির হবেন না যেন।' (পৃ: ৫৩)।... 'মনে হচ্ছিল, আমরাও বুঝি যাকাতের জন্য হা করে বসে আছি। সুজন সেই যে ঢুকেছে রুমে আর বের হবার নাম নেই। অনেক উৎসুক দৃষ্টির আনাগোনার মাঝে বসে আমরা বিরক্ত হচ্ছি, এমনি সময় 'বিএসসি সাহেব' স্বয়ং তার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলে এবং অত্যন্ত বিরক্তির সাথে দু'হাজার টাকা দিয়ে বললেন, 'এখন আর এর বেশি কিছু দিতে পারব না, এখন রমজান মাস। অনেককেই দিতে হয়।' বলেই হনহন করে করে বেরিয়ে গেলেন।" (পৃ: ৫৫)। একই সঙ্গে জাফর আহমদ চৌধুরীর স্ত্রী হাসিনা জাফর, শিল্পপতি অনিল মজুমদার, আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল্লাহ্ আল হারুন ও রফিকুল আনোয়ারসহ আরো যারা অকৃত্রিম সহযোগিতা করেছেন

তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন। সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের কথাও নির্দ্বিধায় লিখেছেন তিনি। 'তাদের কাছে শুনলাম তারা মেয়রকে পরিস্থিতি জানিয়ে অনুরোধ করেছিলেন পুলিশ কমিশনরাকে বলে ১৪৪ ধারা জারি করাতে। এতে তিনি রেগে গিয়ে খিস্তি আউড়িয়ে বলেছিলেন,'গোলাম আযম এখন নাগরিকত্ব পেয়ে গেছে। তার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে সভা-সমাবেশ করার। আমরা বাধা দেবার কে?' জাহান আপা, শুনে আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম। কারণ, তিনি মেয়র হবার আগ পর্যন্ত আমাদের প্রতিটি সভা-সমাবেশে গোলাম আযমসহ সকল ঘাদক দালাল রাজাকারদের বিরুদ্ধে আগুনঝরা বক্তব্য দিয়েছেন।... কতোবার অঙ্গীকার করেছেন, গোলাম আযমের বিচার না হওয়া পর্যন্ত রাজপথ ছেড়ে যাবেন না। সেই বীর সাহসী মহিউদ্দিন সাহেবের মুখে এ কথা!" (পৃ-৮০)।

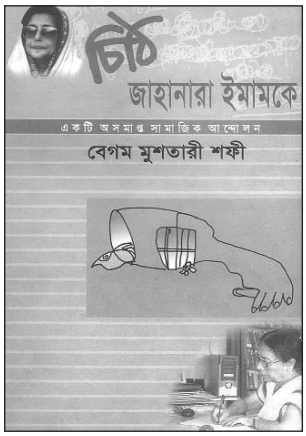

†eMg gkZvix kdxi †jLv ÔwPwV Rvnvbviv Bgvg‡KÕ eB‡qi c"Q`

মুশতারী শফী দীর্ঘকাল ধরে রেডিও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম কেন্দ্রে জড়িত পাণ্ডুলিপি লেখক হিসেবে। ঘাতক-দালাল নির্মূল আন্দোলনে তার সক্রিয়তার কারণে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসেই তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী তাকে ঢাকায় ডেকে নিয়ে শাসিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের কারণেই মামলা-হামলার শিকার হয়েছেন তিনি ও তার ছেলেরা।

জাহানার ইমামের মৃত্যুর পর চট্টগ্রামে ঘাদানিকের সাংগঠনিক কার্যক্রম গড়ে তুলতে ও এগিয়ে নিতে পাহাড়সম প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয়েছে মুশতারী শফীকে। ১৯৯৪ সালের ২৬ জুলাই তার নেতৃত্বে চট্টগ্রামে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল গোলাম আযমের প্রকাশ্য জনসভার বিরুদ্ধে। এতে শিবিরের হাতে প্রাণ হারায় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কয়েকজন ছেলে। শেষ পর্যন্ত গোলাম আযম সভাটি করতে পারেনি। অথচ ঐ প্রতিরোধ আয়োজনে যোগ দেয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করা হলেও ঢাকা থেকে যাননি ঘাদানিকের কোনো নেতা। বরং এক বছর পর স্মরণসভায় এসে উল্টো দোষারোপ করেছেন মুশতারী শফীকে। "বাবুল খুব গম্ভীর মুখে বলল, 'আপনারা তো কখনো মাঠে-ময়দানে নেমে জামায়াত-শিবিরের মুখোমুখি হয়ে দেখেননি সংগ্রাম কাকে বলে, তাই এমন কাল্পনিক কর্মসূচি দেরি করতে পারেন, এবসার্ড কথা বলতে পারেন।' সৈয়দ হাসান ইমাম বললেন, 'কি বললেন? আমরা মাঠে-ময়দান গিয়ে সংগ্রাম করিনি? করেছেন কেবল আপনারা?' বাবুল বললো, 'হানড্রেড পার্সেন্ট। তাই। এতো দিবালোকের মতো সত্যি। আমরা যে শিবিরের মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করেছি, সেখানে আপনাদের কাউকেই দেখা যায়নি। আপনারা তখন রাজধানীর রাজকীয় আয়েশে বসে কল্পনায় একাত্তরের ঘাতকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আকাশ-কুসুম কর্মসূচি তৈরি করছেন।' আবদুল মান্নান চৌধুরী বললেন. 'এসব কি বলছেন! আমরা খবর পেলে তো আসবো?' এবার আমি বললাম,'আপনি কী বলতে চান, ২৬ জুলাই ঘটনা চলাকালীন এবং তার আগে কোনো খবরই পাননি?' জাহানা আপা, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী আর সৈয়দ হাসান ইমাম' তিনজনেই একসঙ্গে বলে ফেললেন, 'না, পাইনি।'...সৈয়দ হাসান ইমাম এবার উদ্ধত ভঙ্গিতে পাঞ্জাবির হাতা গোটাতে গোটাতে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'অসম্ভব। আপনি মিথ্যা বলছেন।' মান্নান চৌধুরীও বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি মিথ্যা বলছেন।'...আমিও শিল্প-সংস্কৃতির ধারক-বাহক ও সুশীল সমাজের শীর্ষ নেতাদের মুখোশের আড়ালের রূপটি দেখার সৌভাগ্যের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলাম।" (পৃ: ৪৮০-৮১)।

জাহানারা ইমামের মৃত্যুর পর ১৯৯৫ সালের ১৯ জানুয়ারি একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সম্মেলনে মুশতারী শফী কেন্দ্রের আহ্বায়ক হলেন। আর শাহরিয়ার কবির হলেন কার্যনির্বাহী আহ্বায়ক। সেই থেকে শুরু হলো পুরো আন্দোলন কুক্ষিগত করার চূড়ান্ত পর্ব। গ্রন্থের ৬৪ নম্বর পত্র থেকে পরের দিকগুলোয় সেই নেপথ্য চক্রান্তের সংযত বিবরণ দিয়েছেন মুশতারী শফী। কেন্দ্রের আহবায়ক করার পর পরিকল্পিতভাবে তাকে অপমান ও উপেক্ষা করা, আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় কর্মী সাদেক-হাশেমদের সঙ্গে শাহরিয়ার কবিরদের বিরোধ, মুশতারী শফীর প্রবাসে অবস্থানের সুযোগে শাহরিয়ার কবির কর্তৃক সাদেক-হাশেমদের কমিটি থেকে বহিষ্কার, কর্নেল জামানের প্রতি শাহরিয়র কবিরসহ বিভিন্নজনের বিদ্বেষ, আবদুল আহাদ চৌধুরী, কাজী আরেফ, আবদুর রাজ্জাকসহ বিভিন্নজনের weåvšÍKi অবস্থান সবই তিনি লিখেছেন ঘটনা পরম্পরায়।

মুশতারী শফীর বিরোধীরা প্ররোচিত করেছিলেন শওকত ওসমান ও কবির চৌধুরীর মতো প্রবীণ বুদ্ধিজীবীদেরকে মুশতারী শফীর বিরুদ্ধে। সে কারণে চরম অপমানজনক কথা ও মিথ্যা অপবাদ শুনতে হয়েছে তাকে। "আমি সালাম জানিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে তার (শওকত ওসমান) কুশল জানতে চাইলে তার উত্তরে প্রচন্ড রাগতস্বরে তিনি বললেন, 'আমি আপনার সাথে কোনো কথা বলতে চাই না।..ছি ছি। আমার বন্ধুর স্ত্রী হয়ে আপনি এমন গর্হিত কাজ করতে পারলেন। ...আপনি লন্ডন, আমেরিকা থেকে নির্মূল কমিটির নামে হাজার হাজার ডলার-পাউন্ড এনে হজম করে ফেললেন? আপনি শাহরিয়ার কবিরের নির্দেশ না মেনে ভুল করেছেন। আপনি চর লেলিয়ে দিয়েছেন সমন্বয় কমিটির আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য। আমি আপনার সাথে কোনো কথা বলতে চাই না।' বলে ফোন রেখেছিলেন।" (পৃ: ৪৮৫)। আর অধ্যাপক কবির চৌধুরীর স্বাক্ষর করা শো-কজ নোটিশ পান তিনি ১৪ আগস্ট ১৯৯৫ সালে। "জাহান আপা, ১৯ আগস্ট জীবনে ঘটল চরম ঘটনা। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি দুটি দৈনিক পত্রিকায় মাঝারি হরফে শিরোনাম- 'একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ককে বহিষ্কার।' আরেকটি দৈনিকে লেখা- 'নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক বেগম মুশতারী শফীকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন উপদেষ্টা অধ্যাপক কবির চৌধুরী।'.. জাহান আপা, জাতীয় অধ্যাপক মান্যবর কবির চৌধুরীকে দু-একটি মিটিং ছাড়া কখনো দেখিনি-কথাও হয়নি।" (পৃ-৪৯৪)।

এতোবড় অপমান ও নিদারুণ মনোকষ্ট বুকে চেপে আছেন মুশতারী শফী। তারপরও তার বইয়ে কারো বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত কোনো বক্তব্য আসেনি। পড়তে পড়তে মনে হয়, বিবেকের প্রতি স্বচ্ছ থেকে দেশের মানুষকে বিশেষত তরুণ প্রজন্মকে একটি অসামপ্ত সামাজিক আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার এবং কথিত ভন্ড বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে সতর্ক করার প্রত্যয়ে তিনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নিরলসভাবে লিখে গেছেন। বইটি পড়ার পর মনে হচ্ছিল, 'স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন' বইটিতে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমাদের কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর নির্লজ্জ স্বার্থান্বেষী কর্মকান্ডের বিবরণ তিনি দিয়েছেন। সেই থেকে তাঁর প্রতি এসব ভন্ড মুক্তযুদ্ধপ্রেমীদের একটা ক্ষোভ আছে। ঘাদানিক থেকে অপমান করে সরিয়ে দিয়ে তারা ও তাদের অনুগতরা কী সেই প্রতিশোধ নিল?

চিঠি : জাহানার ইমামকে (একটি অসমাপ্ত সামাজিক আন্দোলন)
-বেগম মুশতারী শফী
প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৪; প্রকাশক: ইতামোশ, প্রিয়ম প্রকাশনী, এনায়েত বাজার, চট্টগ্রাম।
পরিবেশনা : শরীফা বুলবুল, বলাকা, কদম মোবারক মার্কেট, চট্টগ্রাম।
প্রচ্ছদ : খালিদ আহসান। মূল্য : ৩৫০ টাকা